সংবাদ

তারিখ 01 ... 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

সিলেট

সরকারবিরোধী কাজে সিলগালা করা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা বোর্ডের ছাপার কাজ

প্রতিনিধি, সিলেট

'সরকারবিরোধী' কর্মকাণ্ডের অভিযোগে গত বছরের জুনে সিলগালা করা হয়েছিল সিলেট নগরীর লালবাজার এলাকার ইলেকট্রো অফসেট প্রেস নামের একটি ছাপাখানাকে। তবে সিলগালা করার মাত্র দুই মাস পর এই ছাপাখানাকেই দেয়া হয়েছে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে বিভিন্ন মুদ্রণ, বাঁধাই ও সেলাইয়ের কাজ।

চলতি বছরের এসএসসি, এইচএসসি এবং গত বছরের শেষ হওয়া জেএসসি পরীক্ষার উত্তরপত্রের কাভার পৃষ্ঠা মুদ্রণ, বাঁধাই ও সেলাইয়ের কাজ পায় ইলেকট্রো অফসেট প্রেস। গত বছরের ২১ আগস্ট এক স্মারকে ইলেকট্রো অফসেট প্রেসকে এই কাজ দেয়ার কথা জানায় শিক্ষা বোর্ড।

এ ব্যাপারে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান একেএম গোলাম কিবরিয়া তাপাদার বলেন, সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে বিধি অনুসারেই এই প্রতিষ্ঠানকে কাজ দেয়া হয়। এতে কোনো অনিয়ম করা হয়নি। তবে ওই সিলগালা করার বিষয়টি তার জানা নেই বলে জানান শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান।

কিবরিয়া তাপাদার বলেন, ওই ছাপাখানাকে খুব গোপনীয় কোনো কাজ দেয়া হয়নি। প্রশ্নপত্র আমরা ঢাকা থেকেই ছাপাই। উত্তরপত্রের মোড়কসহ কিছু ছোট কাজ ওই প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়েছিলো। তারা ইতোমধ্যে কাজ বুঝিয়ে দিয়েছে। আগামীতে এসব কাজও আমরা ঢাকা থেকে করাবো।

গত বছরের ৪ জুন লালাবাজারের আরাফাত মঞ্জিলে অভিযান চালিয়ে 'সরকারবিরোধী' কাজের অভিযোগে সিলগালা করা হয়েছিলো ইলেকট্রো অফসেট প্রেসকে। আটক করা হয়েছিল ওই প্রেসের তিন কর্মচারীকে। ওই অভিযানে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কোতোয়ালি থানার থানার তৎকালীন সেকেন্ড অফিসার ও বর্তমান বন্দরবাজার ফাঁড়ির ইনচার্জ উপপরিদর্শক (এসআই) ফয়েজ আহমদ। তিনি বলেন, সেদিনের অভিযানের পর সরকারবিরোধী কর্মকাণ্ডের অভিযোগ এনে শিক্ষা : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৭

কেমন : সিলেট

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

বছরে এই নির্মাণ কাজ শেষ হবে। কারাগার স্থানান্তরের পর খালি হয়ে যাবে নগরের
প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত বর্তমান কারাগার।
সিলেটের পুরনো কারাগারকে দারুণ সম্ভাবনা উল্লেখ করা হয়েছে আগামীর সিলেট'র
ভাবনাচিত্রে। এটি অন্যত্র স্থানান্তরিত হবার পর পুরনো জেল রূপান্তরিত হয়ে পরিণত
হবে একটা প্রাণবন্ত পাবলিক প্লেসে, থাকবে হেঁটে বেড়ানোর পরিবেশ। নতুন
রূপান্তরে থাকছে পার্ক, দীঘি, বাগান, থিয়েটার কমপ্লেক্স। পুরনো বাড়িগুলোকে রেখে
সেখানে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে গানের ও চিত্রকলার স্কুল। কারাগার পুরনো
বাড়িগুলোকে পুনর্বাসন করে হতে পারে জাতীয় মানের যাদুঘর- এমন ভাবনার একটি
নকশাও প্রদর্শন করা হচ্ছে এই প্রদর্শনীতে।
প্রদর্শনীর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের আগ্রহে
সিলেটের গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য একটা পরিকল্পনা তৈরি করে
দিতে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনকে ২০১৫ সালের মাঝামাঝি সময়ে প্রস্তাব দেয় সিলেট সিটি
করপোরেশন। বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের আর্কিটেকচার ইনস্টিটিউট সে সময়ে
পরিকল্পনাকে শুধু পয়েন্টগুলোর সৌন্দর্য বৃদ্ধির পরিকল্পনায় সীমাবদ্ধ না রেখে পুরো
নগরের জন্য পরিকল্পনা তৈরি করে; যেখানে সিটি করপোরেশন এলাকাকে
নান্দনিকভাবে সাজিয়ে তোলার পরিকল্পনা তৈরি করা হয়। প্রদর্শনীতে সিলেটের
নদী, ছড়া, বিভিন্ন মোড় ও গুরুত্বপূর্ণ এলাকার বর্তমান চিত্র তুলে ধরে আগামীতে
কি করে আরও নানন্দিকভাবে এগুলোকে গড়ে তোলা যায়, তার একটি প্রস্তাবনা
উপস্থাপন করেছেন বেঙ্গল ইনস্টিটিউট ফর আর্কিটেকচারের প্রকৌশলী দল।
প্রদর্শনীর শুরুতেই একটি ফ্রেমে লেখা রয়েছে এর উদ্দেশ্য- 'সিলেট শহরের অনন্য
ও নিরুপম অবস্থা ধরে রাখা এবং আরও সমৃদ্ধ করার জন্য প্রয়োজন নতুন নাগরিক
কল্পনা ও ভাবনাচিত্র।...২৬.৫ বর্গকিলোমিটার আর ৪ লাখ ৮১ হাজার ৪৩০
জনসংখ্যার এই নগরী বৃদ্ধি' পেয়েছে যত্রতত্র, পূর্ব পরিকল্পনারহিত। আর এই ছোট
শহরের বড় শহর হয়ে ওঠার চক্করে হারিয়ে যাচ্ছে 'সিলেটী আমেজ'। তাই আমাদের
চেষ্টা কিভাবে এর স্বকীয়তা বজায় রেখেই একটি নান্দনিক, ঐতিহ্যমণ্ডিত ও
পরিবেশবান্ধব শহর গড়ে তোলা যায় তার একটি ভাবনাচিত্র উপহার দেয়া। আগামীর
সিলেট'র ভাবনাচিত্রে ১৯৩০ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত সিলেট নগর গড়ে ওঠার
কয়েকটি চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। রয়েছে সিলেটের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বর্ণনা।
এই ভাবনাচিত্রে শহরের সড়ক ও ছড়াগুলোর পাশে হাঁটার পরিবেশ, যানবাহন
চলাচল, পার্কিং ব্যবস্থা গোছানোর প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সিলেটের আদি
বাড়িগুলোকে ঐশ্বর্য উল্লেখ করে এগুলো সংস্কার করে আর্ট ও ক্রাফট গ্যালারি,
স্টুডিও ও প্রদর্শনীকেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। সুরমা নদী সংরক্ষণ ও নদীর
পাড়কে সবুজে ঢাকা পথচারী চত্বর হিসেবে গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে।
এছাড়া জনসমাগম ও উন্মুক্ত স্থান গড়ে তোলা, সড়ক বড় করা, নতুন আঙ্গিকে
জলজ উদ্যান, সুরমা নদীর তীর, কারাগার কমপ্লেক্স, পুকুরপাড়ের জনপরিসর,
ইকোলজিকেল পার্ক, নদী তীরে কনভেনশন সেন্টার, আর্ট ক্যাম্পাস, শিশুদের পার্ক
গড়ে তোলার প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এই প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন হলে নগরীর চিত্র
কেমন হবে তার নকশাও তুলে ধরা হয়েছে প্রদর্শনীতে।
স্থাপত্য প্রদর্শনীর প্যাভিলিয়নের সজ্জাও মন কেড়েছে আগতদের। বাঁশ দিয়ে
সাজানো হয়েছে পুরো মঞ্চ। আর প্রদর্শনীস্থলেই আলাদা আলাদা জারে রাখা হয়েছে
সিলেটের বিভিন্ন পুকুর, দিঘী, ডোবা ও সুরমা নদীর পানি। যেসব জলাশয়গুলো
ইতোমধ্যে ভরাট হয়ে গেছে, সেগুলোর পানির বদলে মাটি রাখা হয়েছে
জারগুলোতে।
এই প্রদর্শনীর সঙ্গে যুক্ত লিডিং ইউনিভার্সিটির স্থাপত্য বিভাগের সহকারী অধ্যাপক
স্থপতি রাজন দাশ বলেন, প্রায় ছয় মাস পূর্বে স্থপতি ড. কাজী খালিদ আশরাফের
নেতৃত্বে দেশসেরা কয়েকজন স্থপতি মিলে আগামীর সিলেট নামের এই পরিকল্পনা
তৈরি করেছেন। আর সিলেটের বিভিন্ন জলাধার ভরাট, দখল ও দূষণ হয়ে যাওয়ার
চিত্র ধরতেই জারে করে নগরীর ৭৭টি জলাশয়ের পানি ও মাটি প্রদর্শনীতে রাখা
হয়েছে। বেঙ্গল সাংস্কৃতিক উৎসবের পর নগরীর রিকাবীবাজারের মোহাম্মদ আলী
জিমনেসিয়াম হলে ৬ মার্চ থেকে মাসব্যাপী এই প্রদর্শনী চলবে বলে জানান তিনি।
আগামীর সিলেটর এই ভাবনাচিত্রে সিলেট নগরীর প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে উল্লেখ
করা হয়েছে, জনসংখ্যা ও যানজট বৃদ্ধি, জলাশয় ও টিলা হারিয়ে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ
পানির স্তর নেমে যাওয়া, বিদ্যুৎ ও সুপেয় পানির অভাব এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনার
অপ্রতুলতাকে।